সংবাদ

তারিখ ... 21 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৩ ...

# পরীক্ষা জালিয়াত চক্রের পুরো নেটওয়ার্ক ধ্বংস করতে হবে

গত শুক্রবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) কার্যালয়ে অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নপত্র জালিয়াতির একটি চক্রের তিনজনকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাব। এরা চুক্তি করে বিচারক নিয়োগ পরীক্ষা থেকে শুরু করে মেডিকেলে ভর্তি পরীক্ষাসহ বিভিন্ন সরকারি নিয়োগ ও ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং জালিয়াতি করে পাস করিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করত। কার্যত এরা ইউজিসি কার্যালয়ে পরীক্ষা জালিয়াতির কেন্দ্র খুলেই বসেছিল। এর জন্য এরা অতি উচ্চমানের প্রযুক্তি পর্যন্ত ব্যবহার করেছে।

গত শনিবার সহযোগী একটি দৈনিকে প্রকাশিত এই খবরটি থেকে জানা গেছে, গ্রেফতারকৃত তিন ব্যক্তির মধ্যে ইউজিসির সহকারী পরিচালক ওমর সিরাজ নামের এক ব্যক্তিও রয়েছে। রয়েছে জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনেরও দুই ব্যক্তি।

এই চক্রটি মেডিকেল কলেজে ভর্তি পরীক্ষায় পাস করিয়ে দিত ১৫ লাখ টাকায়, জুডিশিয়াল সার্ভিসে নিয়োগ দিতে ১০ লাখ ও কৃষি ব্যাংকের কর্মকর্তা পদে নিয়োগের জন্য ৬ লাখ টাকায় চুক্তিবদ্ধ হতো। এরা ইউজিসি কার্যালয়ের উচ্চগতির ইন্টারনেট ব্যবহার করে এবং এর সঙ্গে আরও কিছু যন্ত্রপাতি বসিয়ে জালিয়াতির কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। খবর অনুযায়ী ওমর সিরাজ এই জালিয়াতি কাজকে আরও নিখুঁত ও উচ্চমাত্রায় নিয়ে যেতে চীন থেকেও যন্ত্রপাতি আমদানি করেছে। বোঝাই যায়, এই জালিয়াত চক্র অনেক শক্ত-পোক্তভাবেই গেড়ে বসেছিল। র‍্যাব তল্লাশি চালিয়ে ওমর সিরাজের বাসা থেকে বিচারক নিয়োগ পরীক্ষার খাতাপত্র উদ্ধার করেছে। ওমর সিরাজের স্ত্রীকেও বিচারক বানানোর প্রয়াস এই চক্রের ছিল বলে জানা গেছে।

ওমর সিরাজকে ইউজিসি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। তার সম্পর্কে আরও তদন্ত করা হচ্ছে বলেও খবরে বলা হয়েছে।

তবে তদন্ত বিচার এবং শাস্তি এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখলে হবে না। বিস্তারিতভাবে তদন্ত ও বিচার করে এদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতেই হবে। একই সঙ্গে আমরা ধারণা করি, এদের নেটওয়ার্ক বহুদূর বিস্তৃত। শুধু পেশাজীবীদের নিয়োগ পরীক্ষাই নয়, সমস্ত পাবলিক পরীক্ষাগুলোতেই একের পর এক প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। প্রকৃত অপরাধী চক্র অধরাই থেকে গেছে। ইউজিসির গ্রেফতারকৃত এই চক্রকে ধরেই দক্ষতার সঙ্গে তদন্ত এগিয়ে নেয়া দরকার। যাতে দেশে এদের গোটা নেটওয়ার্কটিই ধরা পড়ে যায়।

একই সঙ্গে আমাদের প্রস্তাব থাকবে যারা বিচারক নিয়োগ পরীক্ষায়, মেডিকেলে ভর্তি থেকে শুরু করে বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস ও উত্তরপত্র জালিয়াতির সুযোগ নিয়েছে, বড় টাকার অঙ্কের লেনদেনে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে তাদেরও গ্রেফতার করতে হবে। কারণ অন্যায়ের সুযোগ গ্রহণ করাটাও অপরাধ। ভবিষ্যতে যাতে আর কেউ এ পথে না এগোয় তার জন্যই সুযোগ গ্রহণকারীদেরও ধরতে হবে।

ইউজিসি কার্যালয়ে এ জাতীয় জালিয়াতির কেন্দ্র গড়ে ওঠাও দুঃখজনক। শাসনতান্ত্রিক এই প্রতিষ্ঠানটির ভাবমূর্তি যে এতে ক্ষুণ্ন হয়েছে সেটা নিশ্চয়ই ইউজিসি চেয়ারম্যান স্বীকার করবেন। তাদেরও সজাগ থাকা প্রয়োজন।